গাংনীতে ওল ক্ষেত কেটে দেওয়ার অভিযোগ ভাগ্নেদের বিরুদ্ধে

জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ভাগিনার বিরুদ্ধে দশ কাঠা জমির ওল ক্ষেত কেটে তছরুপ করার অভিযাগ করেছে মামা। এঘটনায় ভাগ্নিদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে মামা। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে গত পরশু শুক্রবার দিনগত রাতে।

জানাগেছে, ভাপটাড়া গ্রামের ছিপাত আলী ১০ কাঠা জমিতে ওলের আবাদ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ওল বাজারে তোলার কথা। এমতাস্থায় ছিপাত আলীর ভাগ্নি মোফাজ্জেল হোসেন,বাবুর আলী,কুদ্দুস ও ইদ্রিস আলী ইদু মায়ের জমির শরিকানা ভুঝে নিতে মামা ছিপাত আলীর ওল ক্ষেত কেটে তছরুপ করে। এ ঘটনায় ছিপাত আলী গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

ক্ষেত মালিক ছিপাত আলী জানায়, আমার বড় বোনের নামে একটি জমি রেকর্ড হয়েছে। সেকারনে আমার জমি জোর দখল করে নিতে চাই বোনের ছেলেরা। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকে মারধর করে। এবং ১০ কাঠা জমির ওল গাছ কেটে তছরুপ করেছে। এতে আমার প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যদি আমার বড় বোনের নামে জমির রেকর্ডপত্র হয়ে থাকে তাহলে আমি তা বাতিলের জন্য আদালতের সরনাপন্ন হবো। তা না করে আমার আবাদ তছরুপ করেছে ।

এবিষয়ে বাবুর আলী বাবু জানান, আমার মায়ের নামের জমি আমার মামা ছিপাত আলী জোর পুর্বক দির্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে রেখেছে। আমার মায়ের মৃত্যুর পর অনেকবার জমির ভাগ বুঝে দেবার জন্য মামাকে অনুরোধ করি। আমার মামা তা দেইনি। বরং আমাদের জমি দেবেনা বলে জানিয়ে দিলে আমরা ফাকা একটি জমিতে গিয়ে দখল নিয়েছি।

ওল ক্ষেত কাটার বিষয়ে তিনি বলেন, আমার মামা ছিপাত আলী ও তার ছেলে নিজেরাই ওঁল ক্ষেত কেটে আমাদের মাধায় দোষ চাপানোর পায়তারা করছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান এবিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। এখন কিছু বলা যাচ্ছেনা।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] (2020) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (20) [redacted] [redacted] (20) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] (20 [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

গাংনীতে রাস্তায় হাট জনদুর্ভোগ চরমে বড় দুর্ঘটনার আশংকা

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভাটাপড়া বাজারে প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে সেডসহ বিল্ডিং নির্মাণ করা হলেও মাছ ব্যবসায়ীরা সেটি ব্যবহার করছেন না। দেড় বছর ধরে তারা সড়কের ওপরে রমরমা ভাবে বেচা বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন।

সড়কের ওপর ব্যবসা খুলে বসায় পথচারিদের পোহাতে হচ্ছে নানা ভোগান্দি। সেই সাথে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকাও করা হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জানাগেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে কোাট টাকা ব্যায়ে নির্মান করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দৃষ্টি নন্দন বিল্ডিং ও সেড। সপ্তাহের প্রতি রবিবার ও বুধবার দু,দিন এখানকার হাট বসে। সকল ব্যবসায়ীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হলেও মাছ ব্যবসায়ীরা রাস্তায় হাট বসাচ্ছেন। মাছ ব্যবসায়ীরা রাস্তায় ব্যবসা করার কারনে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। মাছ ব্যবসায়ীদের সাথে পথচারিদের বাকবিতন্ড লেগেই আছে।

মেহেরপুরের লেগুনা চালক আশরাফুল ইসলাম জানান,প্রতি রবি ও বুধবার রাস্তা দখল করে হাট বসানোর কারনে যানজট তৈরী হচ্ছে। এতে আমাদের সময় বেশি লাগছে এবং লেট ফাইন দিতে হচ্ছে। বাজারের সরকারি হাটের নির্দিষ্ট জায়গাতে হাট বসানোর জন্য দাবী করেন এই চালক।

ট্রাক চালক তারেক হোসেন জানান, রাস্তার দুই ধারে প্যালাসাইড দিয়েছিল সড়ক ও জনপদ বিভাগ। সেই সব প্যালাসাইড তুলে ফেলে দিয়েছে মাছ ব্যবসায়ীরা। প্রায় দেড় বছর ধরে রাস্তা দখল করে রেখেছে মাছ ব্যবসায়ীরা। যেন দেখার ও বলার কেই নেই।
আলমসাদু চালক হাসান জানান, আমি যাত্রী নিয়ে গাংনী থেকে মেহেরপুর যাচ্ছিলাম। ভাটপাড়া বাজারে এসে পৌঁছালে মাছ ব্যবসায়ীরা আমার যাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করে। ভাটপাড়া বাজার সংলগ্ন জন গুরুত্বপুর্ণ রাস্তাটি দখলমুক্ত করা না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা বলেন, রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা করে মাছ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। এতে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমনকি কারো প্রাণহানিও হতে পারে। গাংনী উপজেলা প্রশাসন দ্রত ব্যবস্থা না নিলে জনদুর্ভোগ বাড়বে এবং বড়ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আমি বিষয়টি নিয়ে হাট ইজারাদারদের সাথে বসে সমাধানের চেষ্টা করবো।

মেহেরপুর জেলা সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের গঠিত জেলা সামাজিক-সম্প্রীতি কমিটির সভায় প্রথম সভা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, মেহেরপুর সরকারী কলেজের উপধ্যক্ষ প্রফের আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সারোয়ার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য তরুন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এড ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ রোকনুজ্জামান, গোভিপুর দাখিল মাদারাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রমজান আলী, হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এক্য পরিষদ নেতা শ্বাশত নিপ্পন, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান লতিফুননেছা লতা, মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর (৭,৮,৯, মহিলা) রোকসানা কামাল রুনু, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী মাহাবুবা আফরোজ বিশ্বাস মায়াবীসহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

গাংনীর দিগলকান্দিতে পুলিশের অভিযানে ৯ জুয়াড়ি আটক

টাকার বিনিময় তাস দ্বারা জুয়া খেলার অপরাধে ৯ জুয়াড়িকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

এসময় তাদের কাছ থেকে জুয়া খেলার ১২ হাজার ৩৩৫ টাকা, এক সেট তাস জব্দ করা হয়েছে।

এরা হলেন, দিগলকান্দি গ্রামের মৃতু আব্দুল জলিলের ছেলে মুনসুর আলী (৫০), মফেজ উদ্দীনের ছেলে আব্দুস সালাম (৩০), মৃতু জালাল উদ্দীনের ছেলে আল আমিন (৪০), বিল্লাল হোসেনের ছেলে মো: জাহিদ (৩৬), গোলাম হোসেনের ছেলে তুষার ইমরান (২১), গোলাম মোস্তফার ছেলে লিখন (২৬), মৃতু খেদের আলীর ছেলে আশরাফুল হক (৪২), মো: ফরজ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও জহুরুল ইসলামের ছেলে মো: বাপ্পি (২১)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার দিবাগত রাত পৌণে তিনটার সময় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দিগলকান্দি গ্রামের ইনতাজ আলীর বাড়িতে তাস দারা জুয়া খেলছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের অভিযান টের পেয়ে তারা পালানোর সময় পুলিশ তাদের আটক করেন।

এঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩/৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে আটক জুয়াড়িদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান “শনিবারের সন্ধ্যা” অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান “শনিবারের সন্ধ্যা” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে হিন্দোল শিল্প শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় এ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

জেলা সাংস্কৃতিক সমন্বয় পরিষদের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এই এই উন্মুক্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসবে।

এতে গান সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশনা হবে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। যাতে করে এসব সংগঠনের শিল্পীরা তাদের মেধা ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা বিকশিত ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পাশাপাশি কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দাদের বিনোদনের খোরাক মেটাতেও এই গানের অনুষ্ঠান অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে বলেও মনে করেন তিনি।

দামুড়হুদায় পাটের ফলন ভালো হলেও দামে হতাশ কৃষক!

দামুড়হুদা উপজেরায় পাটের ফলন ভালো হলেও বর্তমানে বাজারমূল্য নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছেন স্থানীয় চাষিরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, পাট কাটা, জাগ দেওয়া, পাটকাঠি থেকে পাট ছাড়ানো ও শুকানো নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা।

তবে বর্ষার ভরপুর মৌসুম হওয়ায় প্রয়োজন মত বৃষ্টির পানি না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় চাষিরা। পাটের বীজ বপন থেকে শুরু করে আঁশ ছাড়িয়ে বিক্রির জন্য প্রস্ততু করা পর্যন্ত যে খরচ হয় তাতে করে বর্তমান বাজারদরে পাট বিক্রি করলে লোকসানের মুখে পড়তে হবে কৃষকদের। এমনটাই আশঙ্কা করছেন উপজেলার সাধারণ কৃষকরা।

দামুড়হুদা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজামান জানান, চলতি বছর দামুড়হুদা উপজেলায় ৭ হাজার ৬শত ৬৩ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে কম।

উপজেলার কয়েকটি এলাকায় আগাম পাটের চাষ করায় ইতোমধ্যে বিক্রি শুরু হয়েছে। অনেকের পাট বিক্রির প্রস্ততি চলছে। অনেক স্থানে পাটের আঁশ ছড়ানোতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

তবে এর মধ্যে হঠাৎ করেই গত দুই সপ্তাহ ধরে পাটের বাজার মূল্য কিছুটা কমে যাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন কৃষকেরা। পাটের ফলন মৌসুমের শুরু থেকে বাজারে দাম ছিল মণপ্রতি তিন হাজার টাকা।

এদিকে রেজাউল ম্ষ্টার বলেন, বর্তমানে মণপ্রতি পাট বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৪শ টাকা। বাজার অনুযায়ী পাটের দাম আরও কমে যেতে পারে বলে ধারণা করছেন কৃষকেরা।

স্থানীয় কৃষক মো জালাল বলেন, পাট ঘরে তুলতে যে খরচ হয় তাতে করে বর্তমান দাম অনুযায়ী বিক্রি করলে খুব একটা লাভ আসে না। কষ্টটাই বৃথা যায়। বাজারে দাম কমে গেলে আমাদের মতো কৃষকেরা ক্ষতির মুখে পড়বে। আমরা ফসল ঘরে তুলে মজুদ করতে পারি না। টাকার জন্য বিক্রি করতেই হয়।

মো. নজরুল ইসলাম খোকন নামে অপর এক কৃষক বলেন, শুনতাছি সামনে আরো কমবে পাটের দাম। এবার ৩০/৩৫ জন পাট পেয়েছি। দাম কমতে থাকলে লোকসান গুনতে হবে।

কার্পাসডাঙ্গা এলাকার আতিয়ার বলেন, পাটের ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু বাজারে দাম কমে যাওয়ায় বিক্রি করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ দেখা দিয়েছে। মজুদ করার মতো জায়গাও নেই আমাদের।

উপজেলার অনেক স্থানেই পাট তুলে জমিতে ধানের চাষ শুরু করে দিয়েছেন কৃষকেরা। উঁচু স্থানের জমির পাট কেটে জাগ দেওয়া এবং আঁশ ছাড়ানোর কাজ চলছে।

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারের পাট ব্যবসায়ী আমির হোসেন ও আশরাফুল আলম আশা বলেন, গত সপ্তাহ থেকে পাটের দাম কমতে শুরু করেছে। আগে যে পাট ৩ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে এখন সেই পাট ২ হাজার ৪শ টাকা বিক্রি হচ্ছে। বাজারে চাহিদা অনুযায়ী মনে হচ্ছে দাম আরো কমতে পারে।

দামুড়হুদা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজামান জানান, এ উপজেলার আবহাওয়া পাট চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। এ কারণে প্রতি বছরই এখানে পাটের ফলন ভালো হয়। চলতি বছরও ভালো ফলন হয়েছে। আমরা কৃষকদের সব ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকি। বাজারে পাটের দাম ঠিক থাকলেও কৃষকদের সন্তুষ্টি।

বেগমপুরে নববধূকে ভাগিয়ে নেওয়ার কালে প্রেমিক সাগর গ্যাড়াকলে

চুয়াডাঙ্গা সদর বেগমপুরের কোটালী গ্রামের এক নববধূকে ভাগিয়ে নেওয়ার কালে প্রেমিক সাগর পড়েছে গ্যাড়াকলে। এসময় স্থানীয় গ্রামবাসী প্রেমিক সাগর ও বোন জামাইকে উত্তম-মাধ্যম শেষে থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের দর্শনা পাড়ায়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন গড়াইটুপি ইউনিয়নের গোষ্টবিহার এলাকার হাফিজুর রহমানের মেয়ে নুসরাত সুলতানা উর্মির সাথে গত ২০ দিন পূর্বে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয় একই উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের দর্শনা পাড়ায় শাহাদৎ হোসেনের ছেলে আলিহীমের (৩২) সঙ্গে।

এদিকে নুসরাত সুলতানা উর্মি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তার সঙ্গে পূর্বের প্রেমজ সম্পর্ক গড়ে ওঠা প্রেমিক তিতুদহ ইউনিয়নের

হুলিয়ামারী পাড়ার মন্টু মিয়ার নাতি ও জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের আনিসুর রহমানের ছেলে সাগর আলীর (১৮) যোগাযোগ থাকে অব্যাহত।

এ অব্যাহত যোগাযোগের ফলে প্রেমিকা নুসরাত সুলতানা উর্মির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রেমিক সাগর আলী উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে তার বোন জামাই বিপ্লবকে সাথে নিয়ে গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে প্রেমিকার শ্বশুর বাড়ির গ্রামে যায়। প্রেমিক আসার খবরে প্রেমিকা শ্বশুর বাড়ি থেকে বাড়ির বাহির হয়ে যেতে দেখে সেন্দেহ দেখা দেওয়ায় শ্বশুর বাড়ির লোকজন পিছু নেয়।

এসময় দু’যুবকের সঙ্গে নববধূ নুসরাত সুলতানা উর্মি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে শ্বশুর বাড়ির লোকজন সহ স্থানীয় গ্রামবাসীর সহায়তায় তাদেরকে আটক করে। পরে আটক হওয়া প্রেমিক সাগর মিয়া ও বোন জামাই (বোনাই) বিপ্লবকে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে দর্শনা থানা পুলিশে সোপর্দ করে।

এ ঘটনায় শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে সাগর আলী, বোন জামাই বিপ্লব হোসেন, নববধূ নুসরাত সুলতানা উর্মি ও স্বামী আলিহীমকে দর্শনা থানা হেফাজতে নেয় পুলিশ।

এরপর পরদিন শনিবার দুপুরে দর্শনা থানায় উভয় পরিবারের অভিভাবকেরা উপস্থিত হয়ে মুচলেকার মাধ্যমে আটককৃত ব্যক্তিরা মুক্ত হয়।

দর্শনা থানার এস,আই হারুন অর রশিদ জানায়, তারা নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে নেবে এমন প্রতিশ্রুতির ফলে মুচলেকার মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদের হেফজতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

পুনরায় আকিব সভাপতি, বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে পুনরায়

এসএম আকিব সভাপতি, হাফিজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি ও কুতুব উদ্দীন বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন, এমদাদুল হক স্বপন ও আশাদুল ইসলাম এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে এসএম আকিব মোমবাতি প্রতিকে ৭৩১ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজাবুল ইসলাম রকেট টেলিভিশন প্রতীকে পেয়েছেন ৫৩০ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুলে ইসলাম ট্রাক প্রতীকে ৫৯৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাহাদুর খান ডাব প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬০ ভোট।

সহসভাপতি পদে মিয়ারুল ইসলাম খান মই প্রতীকে ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদুজ্জামান হরিণ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৩ ভোট।

কুতুব উদ্দীন বাবু বাঘ প্রতীকে ৭৬৪ ভোট পেয়ে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহাজান আলী আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬৫ ভোট।

জাহিদুল ইসলাম জুয়েল মাছ প্রতীকে ৮২৯ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদুল রহমান হাতুড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ২৩৮ ভোট।

মিয়াজান আলী তালা প্রতীকে ৮১৪ ভোট পেয়ে সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুল ইসলাম তরবারী প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৭ ভোট।

শহিদুল ইসলাম সেলাই রেঞ্জ প্রতীকে ৫৪৯ ভোট পেয়ে প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানিক হোসেন মাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫০ ভোট।

আলামিন হোসেন টায়ার প্রতীকে ৭৬৮ ভোট পেয়ে লাইন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন ৩২৪ ভোট।